COMMERCIAL LAW AND PRELIMINARIES OF AUDITING(CLPA)

Law Of Partnership Act

Q.1.অংশীদারির সংজ্ঞা দাও।

Ans. 1932 সালের অংশীদারি আইনের 4 নং ধারা অনুযায়ী চুক্তি গঠনের দ্বারা ,কয়েকজন ব্যক্তির মধ্যে গড়ে ওঠা একটি বিশেষ ব্যবসায়িক সম্পর্ককে অংশীদারি কারবার বলে ।অংশীদারি কারবার মূলত লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

1.অংশীদারির সদস্যসংখ্যা ন্যূনতম 2 জন এবং সর্বোচ্চ 20 জন হয় ।

2. ব্যাংক ব্যবসার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা 10 জন হয়।

3. এই কারবারের মূল ভিত্তি হল চুক্তি।

4. ব্যবসা ছাড়া অংশীদারি কারবারের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না।

5. প্রত্যেক অংশীদার একে অপরের প্রতিনিধি।

Q.2. অংশীদার হওয়ার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ব্যাখ্যা কর।

Ans . সক্ষম ব্যক্তি: চুক্তি আইনের 11 ধারা অনুযায়ী চুক্তি সম্পাদনে সক্ষম কোন সাবালক ব্যক্তি অংশীদার হতে পারেন।

নাবালক : সাধারণত নাবালক ব্যক্তি অংশীদার হতে পারে না; কিন্তু যদি সমস্ত অংশীদার সম্মত হন তাহলে নাবালককে অংশীদারির কিছু সুবিধা দেওয়া যায় ।

অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তি বা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তি অংশীদার হতে পারেন না ।

কোন কোম্পানি কখনোই কোন অংশীদারি কারবারের অংশীদার হতেপারে না, কারণ অংশীদারী কারবারের দায় অসীম ,কিন্তু কোম্পানিগুলো দায় সীমাবদ্ধ ।

বিদেশি শত্রু দেশের কোনো নাগরিক ,ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে অংশীদারি চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন না।

Q. 3. অংশীদারি কারবারের নিবন্ধনের পদ্ধতিটি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

Ans. অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয় ।কারণ অংশীদারি কারবার চুক্তি দ্বারা সৃষ্টি হয় ,নিবন্ধন এর দ্বারা সৃষ্টি হয় না ।এই চুক্তি লিখিত হতে পারে ,মৌখিকও হতে পারে সুতরাং ভারতীয় আইনে অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন বাধ্যতামূলক নয় সম্পূর্ণরূপে ঐচ্ছিক।

অংশীদারি কারবারের নিবন্ধন পদ্ধতি

(ধারা 56-71)

1. নির্ধারিত ফি দিয়ে নিবন্ধকের কাছে আবেদন করতে হয় ।

2.অংশীদারি কারবার চলাকালীন যেকোনো সময় প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন করা যায় ।প্রতিষ্ঠান গঠনের সময়ই নিবন্ধন করতে হবে ,এরকম কোন বাধ্যতামূলক ব্যাপার নেই ।

3. কিছু বিষয় নিবন্ধনের সময় আবেদন পত্রে উল্লেখ করতে হয়। যেমন প্রতিষ্ঠানের নাম ,যে সমস্ত স্থানে কারবার চলবে সে সমস্ত স্থানের নাম ঠিকানা ,অংশীদারদের অংশীদারি কারবারে যোগদানের তারিখ , তাদের নাম ঠিকানা ,অংশীদারির মেয়াদ অর্থাৎ কতদিনের জন্য অংশীদারি কারবারটি গড়ে উঠেছে ইত্যাদি।

4. আবেদনপত্র ও সমস্ত বিবরণী সকল অংশীদার বা তাদের পক্ষে কোনো দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত করে তা নিবন্ধকের কাছে জমা দিতে হয়।

5. সমস্ত নিয়ম ঠিকমত পালন হলে নিবন্ধক প্রতিষ্ঠানের নাম নিবন্ধিত করেন এবং নিবন্ধন সার্টিফিকেট প্রদান করেন।

Q.4. অংশীদারদের জরুরি অবস্থার প্রাধিকার (Authority in an Emergency)কি ?

Ans. জরুরি অবস্থায় অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান কোন সমস্যায় পড়লে ,প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষার জন্য অংশীদারগণ যদি কোন যুক্তি সম্মত কাজ করেন যা প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি কমাতেসাহায্য করবে ,তাহলে অংশীদারের সেই

কাজের জন্য প্রতিষ্ঠান কিন্তু অবশ্যই দায়বদ্ধ থাকবে। এই ধরনের অধিকার বা ক্ষমতাকে বলা হয় জরুরি অবস্থার প্রাধিকার ।অংশীদারি আইনে 21 নং ধারায় এর উল্লেখ আছে ।যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কাপড়ের ব্যবসার ক্ষেত্রে বন্যা বা অধিক বৃষ্টিপাত এর জন্য কাপড় ভিজে যদি নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তখন যদি কোন অংশীদার সেই ক্ষতিগ্রস্ত কাপড়গুলিকে কম দামে বিক্রি করে দেন ,তাহলে সেই বিক্রয় চুক্তি মানার বাধ্যতা প্রত্যেক অংশীদারের থাকবে, কারণ এক্ষেত্রে ক্ষতি কমানোর জন্যই অংশীদার এই কাজ করেছেন।

Q.5. অংশীদারি চুক্তি তে কিছু উল্লেখ না থাকলে, কোন অংশীদার ,কারবারে তার প্রদত্ত ঋণের উপর কি সুদ পেতে পারেন?

Ans. অংশীদারি আইনের 13 (d) ধারা অনুসারে লগ্নিকৃত মূলধনের অতিরিক্ত কোনো অর্থ যদি অংশীদারগণ ঋণ হিসেবে কারবারে প্রদান করেন ,তাহলে অংশীদারি চুক্তি তে কিছু উল্লেখ না থাকলে ,ওই প্রদত্ত অর্থের উপর অংশীদার বার্ষিক শতকরা 6 শতাংশ হারে সুদ পাওয়ার অধিকারী হন।

Q. 6 . অংশীদারি কারবারের প্রতিনিধিত্বের সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করো।

Ans. অংশীদারি আইন 1932 এর 18 নং ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক অংশীদার একে অপরের প্রতিনিধি ।একজন অংশীদার একাধারে কারবারের মুখ্য ব্যক্তি আবার তিনি অন্য অংশীদারের প্রতিনিধি ।একে বলা হয় পারস্পরিক প্রতিনিধিত্বের নীতি ।প্রত্যেক অংশীদার তার কাজের দ্বারা অন্য অংশীদারকে দায়বদ্ধ করেন , কারণ অংশীদারি কারবার প্রত্যেক অংশীদারের দ্বারা অথবা সকলের হয়ে একজনের দ্বারা পরিচালিত হয়। এই প্রতিনিধিত্বের নীতি অংশীদারি কারবারের অস্তিত্ব সুদৃঢ় করে।

Q.7. ইচ্ছাধীন অংশীদারি (Partnership at will) কাকে বলে?

1932 সালের অংশীদারি আইনের 7 নং ধারা অনুযায়ী অংশীদারি চুক্তি তে অংশীদারিত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা না থাকলে, তা ইচ্ছাধীন অংশীদারি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে অংশীদারি র স্থায়িত্ব অংশীদারের ইচ্ছার ওপরে নির্ভর করে ।ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোনো সময় অংশীদারী কারবারের অবসান ঘটানো যায়।

Q.8. নামেমাত্র অংশীদার (Nominal Partner) কাকে বলে?

Ans. যে সমস্ত অংশীদার অংশীদারি কারবারে কেবলমাত্র তাদের নাম ব্যবহার করতে দিতে সম্মত হন ,ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এদের কোন স্বার্থ থাকেনা তাদের নামেমাত্র অংশীদার বলে ।নামেমাত্র অংশীদার হলেও তৃতীয় পক্ষের কাছে কিন্তু এই অংশীদারদের দায় অসীম।